জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩০শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৩০ ইংরাজী 15th August 1923 | ৯ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ২৯ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি; এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। থোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

...র ...সংবাদ।
...বুধবার ১৩৩০ সাল

...ক্তারের স্বাধীনতা।

—:০:—

...ম্যাজিষ্টরের অনুমতি না পাইলে মোক্তারেরা কোন আদালতে মোক্তারী করিবার অধিকারী হন না,--ইহাই প্রচলিত কথা। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে এক আইন তৈয়ারী হইতেছে যে,—আর মাজিষ্টরের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না, মোক্তারেরা নিজের অধিকার বলেই মোকদ্দমা পরিচালনের অধিকারী হইবেন।

অন্ধের কৃতিত্ব।

—:০:—

কলিকাতা অন্ধ স্কুল হইতে গত ১৯১৯ সালে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে যে অন্ধ বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি এ বৎসর ফিলজফীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে এম, এ, এবং "ল" অর্থাৎ আইন ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছেন। উঃ কি সাধনা। দুই চক্ষু হীন তথাপি অনার্সে বি-এ পাশ। চক্ষুষ্মান ফেল ছোকরারা দেখ।

মিউজিয়ম প্রবেশের ফি।

—:০:—

কলিকাতার মিউজিয়ম বা যাদুঘর দেখিবার জন্য এতদিন শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যদিনে কোন পয়সা কড়ি দিতে হইত না। মিউজিয়মের ট্রাষ্টিরা সম্প্রতি সপ্তাহের সকল দিনেই মাথা পিছু এক আনা হিসাবে ফি আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে কলিকাতার মিউজিয়মেই প্রথমে 'ফি' আদায়ের ব্যবস্থা হইল। মাদ্রাজ, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশূর ও বরোদার মিউজিয়মে প্রবেশের জন্য কোন দিনই কোন পয়সা লাগে না।

অদ্ভুত চোর।

—•—

লণ্ডনে এক অদ্ভুত চোর আছে, সে যেখানেই চুরি করে, সেইখানে একটী বাতি রাখিয়া আসে। একটী সিগারেটের বাক্সের ভিতর সে একটি বাতি ও দেশলাই লইয়া যায়। সিগারেটের বাক্সের উপর বাতিটি জ্বালিয়া সে যাহা চুরি করিবার তাহা লইয়া পলায়ন করে। বাতিটি যাইবার সময় লইয়া যায় না। পুলিপ প্রায় চব্বিশটি বাতির সন্ধান পাইয়াছে। পুলিশ বহুদিন ধরিয়া এই চোরকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভরা পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পায় নাই।

ইংলিশ প্রণালী সন্তরণে পার।

—:০:—

গত ৬ই আগষ্ট মার্কিণ সন্তরণকারী হেরী সুলিভান ইংলিশ প্রণালী সন্তরণে পার হইয়াছেন। ৮টার সময় তিনি ইংলণ্ডের ডো...র বন্দর হইতে রওনা হইয়া ২৬ ঘণ্টা পরে পরপারে ফ্রা...র ক্যালাতে পৌঁছিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেকের এই চেষ্টায় বিফলতার পরে ইনিই প্রথম সফল হইলেন। ২৬ ঘণ্টা সন্তরণ বড় সহজ কথা নহে। ইংলণ্ডের এক সংবাদপত্র ইঁহাকে ১৫,০০০৲ পুরস্কার দিয়াছেন।

জঙ্গিপুর ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি।

—:০:—

জোয়ারের জলের উপকারিতা।

বাঙ্গালার সহকারী পাব্লিসিটী অফিসার বিগত ৯ই আগষ্ট জঙ্গিপুরে বন্যার জলে ম্যালেরিয়া নিবারণের যে বিবরণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল:—

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালটী ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য প্রয়োজনোপযোগী খাল কাটাইয়া ভাগীরথীর পলি-মিশ্রিত বন্যার-জল উক্ত মিউনিসিপ্যালটীর অধীনে ডোবা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে প্রবাহিত করিতেছেন। যখন পলি-মিশ্রিত বন্যার জল ঐ সমস্ত ডোবা ও পুষ্করিণীতে প্রবেশ করে, তখন পূর্ব্বে যে সকল ডোবা ও পুষ্করিণীতে মশা বৃদ্ধি পাইত সেইগুলিতে আর মশা বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং অনেক স্থলে ঐ পলি মিশ্রিত জল আসিলেই অধিকাংশ মশা মরিয়া যায়। এই সমস্ত পলি-মিশ্রিত জল খাল দিয়া ডোবা ও পুষ্করিণীতে পড়িয়া জমিতে থাকে এবং পুষ্করিণীর তলদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া দেয়। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন নদীতে কর্দ্দমাক্ত জল দেখিতে পাওয়া যায়, আবার যখন জোয়ারের জল কমিয়া যায়, তখন নিম্নভূমিগুলি ঐ জলের সংস্পর্শে অধিকতর উচ্চ ও শুষ্ক হইয়া উঠে। ইহাতে মশার সুতিকাগৃহ নষ্ট হয় এবং সামান্য জল জমিলেও জলের এমনি গুণ যে, সেইস্থানে আর অনেককাল পর্য্যন্ত মশা জন্মিতে পারে না। সোজাকথায় তিন প্রকারে কার্য্য সাধিত হইতে পারে—

১। যখন নদীতে বন্যা আসে, তখন নানা স্থানে পলি-মিশ্রিত জল প্রবাহিত করা যাইতে পারে।

২। পলি-মিশ্রিত জল যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন পলির তলানি রাখা।

৩। যখন নদীতে প্রবাহ কমিয়া যায়, তখন কতকাংশে পলিবিহীন জল ও বৃষ্টির জল নিকাশ করিয়া দেওয়া।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী ভাগীরথী নদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। একধারে জঙ্গিপুর ও অন্যধারে রঘুনাথগঞ্জ। সৌভাগ্য ক্রমে জঙ্গিপুর অঞ্চল উহা প্রত্যেক বৎসরই পলি-মিশ্রিত জলে ধৌত হয়, সেই কারণে এই অঞ্চল বস্তুতই ম্যালেরিয়া বিহীন।

গত ইং ১৯১৬—১৭ সালে শীতকালে উক্ত স্কীম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। রিপোর্টে দেখা যায় রঘুনাথগঞ্জের তুলনায় জঙ্গিপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়া অনেক কম। তাহার কারণ খুঁজিতে গিয়া দেখা গিয়াছে, জঙ্গিপুর অঞ্চলে "লক্ষ্মী জোলা" নামক ভাগীরথীর একটী পুরাণ খাল আছে এবং উক্ত খাল দিয়া জঙ্গিপুর অঞ্চল বর্ষাকালে ধৌত হইয়া যায়। ইং ১৯১৬ সালে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চলে প্লীহারোগের যে আদমশুমারী হইয়াছিল, তাহাতে জঙ্গিপুর অঞ্চলে শতকরা ১১.০৮ এবং রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চলে শতকরা ৩৩.৭৬ জন প্লীহা-রোগী আছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথগঞ্জ অঞ্চলে বড় বড় দীঘি থাকা সত্ত্বেও প্রথমতঃ দীঘির মালিকগণ উক্ত স্কীম অনুযায়ী কাজ করিতে রাজী হন নাই। ১৯২০ সালে তাঁহারা তাঁহাদের দীঘিও ব্যবহার করিতে দিতে রাজী হইয়াছেন।

জঙ্গিপুর অঞ্চলের পাঁচ বৎসরের স্বাস্থ্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রতি মাইল, প্রতি বৎসর

লোক সংখ্যা	জন্ম	মৃত্যু	ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু
১৯১৭—৫২৯৩	৪৮.১৭	৩৬.৮৪	১২.৮৯
১৯১৮—৫৪৫১	৪৯.৯০	৫২.৬৫	১৩.৭১
১৯১৯—৫২৮৬	৫২.০১	৪৯.১৮	৮.৩২
১৯২০—৫২৯৫	৪৪.৩৮	২০.২০	৪.৩২
১৯২১—৫৩০২	৪১.৩০	৩১.১২	৫.৪৭

প্রাপ্ত।

—:০:—

মান্যবরেষু

সম্পাদক মহাশয়, আপনার "জঙ্গিপুর সংবাদে" নিম্নলিখিত বিষয়টী মুদ্রিত করিলে অনুগৃহীত হইব।

সেখদিঘী হইতে আথুয়া পর্য্যন্ত যে লোকাল বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে বর্ত্তমানে ঐ পথের বিশেষ রকম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। রাস্তা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় ঐ পথের কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই অথবা তাঁহারা নিদ্রামগ্ন। স্থানে স্থানে কৃষকেরা মাটী দিয়া জমিতে জল লইবার জন্য অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে কোথাও বা রাস্তা কাটিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জমির আইল বাঁধিয়াছে। অনেক যায়গায় পূর্ব্ব বৎসরে জল বহিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, ঐ সমস্ত কারণে রাস্তায় গোগাড়ী যাইবার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। অনেক স্থান এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে তাহাতে গোগাড়ী যাইতেই পারে না, অগত্যা পার্শ্ববর্ত্তী জমির উপর দিয়া গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া যাইতে বাধ্য হয়। ফলে গাড়ীর চাকায়, গরুর পায়ের চাপে, ফসলগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সেখদিঘীর সন্নিকটে যে সাঁকো আছে তাহাও মেরামত হয় না। ঐ স্থানে যখন গাড়ী যায় তখন গাড়োয়ান এবং আরোহী উভয়েই যে কিরূপ অসুবিধায় পড়ে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। রাস্তায় অন্যান্য বৎসর সামান্য রকম মাটী দেওয়া হয়, এবার তাহাও বন্ধ।

আমরা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক এসব বিষয়ে আমাদের বলা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। ইতিপূর্ব্বে বার দুই এই সংবাদপত্রেই এই রাস্তার দুরবস্থার কথা লিখিয়াছিলাম কোন ফল হয় নাই। আর একবার বছর দুই কি তিন আগে বোখারার নিকট ঘোষ-পুকুরে নামক স্থানের একটা যায়গা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাধারণের বিশেষ অসুবিধার জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকটও লিখিয়াছিলাম তাহারও কোন প্রতিকার হয় নাই, পূর্ব্বেইত বলিয়াছি আমরা "পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত লোক" আমাদের বলা না বলা দুই সমান। অথচ পথকর আমাদেরই দেয় মেম্বরও কতক কতক আমরাই নির্ব্বাচন করি। জানিনা কবে কোন সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের এ দুর্দ্দশার শেষ হইবে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুপদ চট্টোপাধ্যায়।
থৈরাটী

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিঃ

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হরিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

বিগত ৯ই শ্রাবণের জঙ্গিপুর সংবাদে আমার সহোদর ও গোমস্তা শ্রীশশি ভূষণ সিংহ আমার আদেশমত আমার নাম নিজ বকলমে দস্তখত করিয়া আমার স্বামী ৺হরিহর দাসের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত ও আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান কামিনী কুমার দাসের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদে আমার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রসন্ন কুমার দাসের পারিবারিক ব্যবস্থার নিন্দাবাদ করিয়া উক্ত কামিনী কুমার আমার নাম ও আমার উক্ত সহোদরের বকলম দিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সামন্ত প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সহানুভূতি প্রাপ্তিসূচক তাঁহাদের নাম সহ কয়েক খানি টুকরা কাগজ ছাপাইয়া স্থানে স্থানে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তদ্বিষয় লোক পরম্পরা শুনিয়া আমি জনসাধারণকে জানাইতেছি যে কামিনী কুমারের ছাপান উক্ত কাগজ আমার সম্মতিক্রমে বা জ্ঞাতসারে ছাপান হয় নাই, উহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা। পক্ষান্তরে ১৩৩০। ৯ই শ্রাবণের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত আমার স্বনামী বিজ্ঞাপন সর্ব্বাংশে প্রকৃত ও উহা আমার নিজ আদেশমত দেওয়া হইয়াছিল। কামিনী কুমারের সহিত আমার বা আমার সহোদরের অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। স্বীয় খামখেয়ালের আধিক্যহেতু কামিনী কুমার তাহার পিতৃত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা নিবারণের জন্যই আমি জঙ্গিপুর সংবাদে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার স্বর্গীয় স্বামীর বন্দোবস্ত অনুসারে কামিনী কুমারের তাহার পিতৃ পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরাদি বা খেয়াল মত বিভাগ বন্টনাদি করিবার বা খাজানাদি আদায় করিবার ক্ষমতা নাই, বিভাগ বন্টনাদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় সাপেক্ষ ও কতকগুলি ঘটনা ও নিয়মের অধীন। অদ্যকার এই বিজ্ঞাপন আমার উপস্থিতিতে আমার সহোদর ও গোমস্তা শ্রীশশি ভূষণ সিংহ আমার আদেশক্রমে আমার নাম নিজ বকলমে দস্তখত করতঃ ছাপাইতে দিলেন। ইহার প্রতিবাদে পুনরায় আমার অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপন বাহির হইতে পারে, তজ্জন্য জানাইতেছি যে জঙ্গিপুর সংবাদে আমার পূর্ব্বের প্রকাশিত বিষয়ের এবং অদ্যকার প্রেরিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইলে আমার নিকট অনুসন্ধানে সে সন্দেহ দূর হইবে ইতি ১৩৩০। ২৭শে শ্রাবণ

শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী।

সাং উমরপুর নপাড়া। ডিঃ সমসেরগঞ্জ

বঃ তস্যা সহোদর—শ্রীশশি ভূষণ সিংহ।

গোমস্তা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

আমি আমার পিতৃত্যক্ত কলিকাতা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ যাবতীয় স্বনামী বেনামী জমিদারী ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ষষ্ঠাংশের মালিক। আমার ভ্রাতাগণ হইতে বহু বৎসরাবধি পৃথক বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি উক্ত সম্পত্তি আদি সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধানের ভার কখনও ভ্রাতাগণকে দিই নাই, বিশেষ কারণবশতঃ দিতে ইচ্ছুক নহি। তজ্জন্য সকল ভাগীদার, দেনাদার ও সর্ব্বসাধারণ জানিবেন যে, উক্ত ভ্রাতাগণ আমার তরফ হইতে আমার অংশের ধান্য, দেনা আদায় আদি সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন না, করিলে আমি তাহাতে বাধ্য নাই। উক্ত ভাগীদারাদিগণ এই নোটীশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাহারা নিজের riskএ করিবেন। আমি আমার অংশের উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যাহারা লইতে ইচ্ছা করেন আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে বিবরণ জানিতে পারিবেন। ইতি

শ্রীহরিপ্রসাদ গুপ্ত।

২১ নং মতি ঘোষের লেন, হাবড়া।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...বির ... আ... বির ও

* * * ১২৮৫ সালে স্থাপিত * *

হায়েদ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরদা, পাতিয়ালা, ইন্দোর,
কাশ্মীর, যোধপুর, ভরতপুর, কাশী,
গোয়ালিয়ার, কোলাপুর,
বলরামপুর,
ইত্যাদি প্রদেশের

—নৃপকুলবৃন্দ পৃষ্ঠপোষিত—

সাধারণ দুরারোগ্য রোগের কতিপয় পরীক্ষিত মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়	সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের পাচন। এক শিশি ১৲; ডাকে ১৸৴০ আনা।
কাঞ্চন ঘৃত	সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এক পোয়া ৫৲ টাকা; ডাকে ৫৸৴০ আনা। অর্দ্ধ পোয়া ২৷০ টাকা; ডাকে ৩৴০ আনা।
কনকাষ্টক	ক্রিমি রোগের অমোঘ মহৌষধ। এক কৌটা ১৲ টাকা; ডাকে ১৷০ আনা।
কর্পূরাসব	প্রবল উদরাময় ও ওলাওঠার মহৌষধ। এক শিশি ৷০ আট আনা; ডাকে ৸৵০ আনা।
কুটজাসব	রক্তামাশয় ও তদসংক্রান্ত জ্বর, শোথ, অরুচি, উদরে বেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়। এক শিশি ২৲ টাকা; ডাকে ২৸৴০
ক্ষতান্তক তৈল	দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, কাণে পূয, নারাঙ্গা ঘা, বালকদিগের খোস পাঁচড়া, ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধ; এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১৵০।
ক্ষুধাবতী	অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, প্রভৃতি উপদ্রবের মহৌষধ। এক শিশি ১৲ টাকা; ডাকে ১।৵০ আনা।
দশনকান্তি চূর্ণ	দাঁতের গোড়া ফোলা ব্যথা হওয়া, দন্তবেষ্টের রক্ত ও পূযাদি স্রাব বন্ধ করিতে অদ্বিতীয়। এক কৌটা ৷০ আনা; ডাকে ৸০

নিবেদন	অর্ডার পাঠাইবার সময় স্বীয় নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

"য়্যাড্ ইটু"

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা: "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

...থানি আগাগোড়া পাঠ
... এবং বিনা...লে বিতরিত হই-
...।

...ন্তক বটীকা।"

...অন্য যাবতীয় প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা জ্বরে ...বজ্বরে সেবন করা চলে। মূল্য ৪০ বটিকার কৌটার ১৲ এক টাকা মাত্র!

বিসূচিকা বটীকা।

ইহা কলেরা বা ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি যাবতীয় পাকস্থলীর পীড়ারও একটী আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ। মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—
মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই পত্রিকার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি
এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট
সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা
পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ছেটবাজার, কলিকাতা

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ॥৵০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

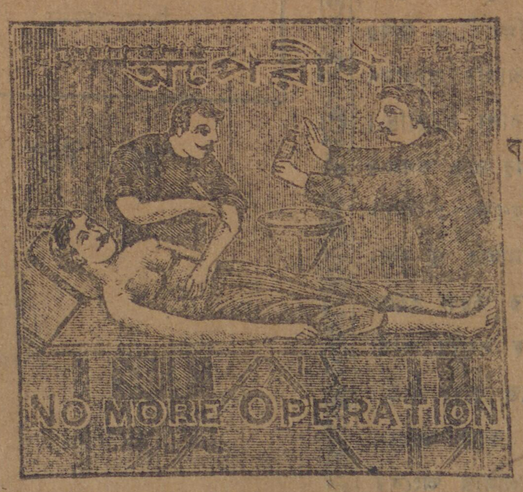

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ। ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিমা ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥০ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।